তারিখ 08-FEB-1989
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

৭ বছর পর মিনি পার্লামেন্ট ডাকসুর আজ নির্বাচন

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

আজ ডাকসু নির্বাচন। এই নির্বাচনে কে জিতবে তা বলা মুশকিল। তবে কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত নয় এমন কয়েকজন সাধারণ ছাত্রের সাথে আলাপকালে ডাকসু নির্বাচনে তাদের প্রতিক্রিয়া জানতে চাওয়া হলে তারা স্বাধীন বঙ্গভূমি, দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন রোধ ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদকে উজ্জীবিত করার তাগিদে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলকে তাদের ভোট দেবেন বলে জানান। অপরদিকে এ ব্যাপারে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের কয়েকজন সমর্থকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তারা বলেন, মৌলবাদকে ঠেকানোর জন্য আমরা সংগ্রাম পরিষদে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি এবং তারা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রার্থীদের ভোট দেবেন বলে জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী

শেষ পৃঃ ৪-এর কঃ দেখুন

সুষ্ঠুভাবে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করতে ভিসি'র সহযোগিতা কামনা

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর আবদুল মান্নান সুষ্ঠুভাবে ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ছাত্র-শিক্ষকসহ সকল মহলের সহযোগিতা কামনা করে বলেন যে, সুষ্ঠু

২-এর পৃষ্ঠায় দেখুন

ডাকসু নির্বাচন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

রাজনৈতিকভাবে কোন ছাত্র সংগঠনের সাথে জড়িত নন। তবে রাজনৈতিকভাবে তারা অধিকতর সচেতন। কাকে ভোট দেবেন এ ব্যাপারে অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী নীরব।

দীর্ঘ ৭ বছর দেশের মিনি পার্লামেন্ট বলে পরিচিত এই ডাকসু ও হল সংসদসমূহের নির্বাচন আজ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। ১৯৮২ সালের ফেব্রুয়ারীর নির্বাচনের পর নানাবিধ প্রতিকূলতার কারণে আর ডাকসু নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে পারেনি। ১৯৮২ সালের ডাকসু নির্বাচনে বাসদ সমর্থিত ছাত্র লীগ প্যানেল ডাকসু'র ক্ষমতায় আসে এবং জনাব আখতারুজ্জামান ও জনাব জিয়া উদ্দিন আহমদ বাবলু সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঐ নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল হলসমূহে ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে।

১৯৮৯ সালের ৮ ফেব্রুয়ারীর এই ডাকসু নির্বাচনে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের মধ্য থেকে ১০টি প্যানেল প্রতিযোগিতা করলেও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ দু'টি প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্যানেল। ডাকসুসহ বিভিন্ন হলে প্রধানতঃ এই দু'টি প্যানেলের মধ্যে প্রতিযোগিতা হবে। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের পক্ষ থেকে তাদের প্রার্থী পদ প্রত্যাহার করে দুদু-রিপন পরিষদের প্রতি সমর্থনদানের ফলে দুদু-রিপন পরিষদের আশাবাদ আরও দৃঢ় হয়েছে। সপ্তাহব্যাপী জমজমাট প্রচারণা। প্রচার মিছিল ও পরিচিতি সভা অনুষ্ঠানের পর গতকাল ক্যাম্পাস অনেকটা শান্ত হয়ে আসে। গতকাল সকাল ৮টার পর থেকে প্রচারণা নিষিদ্ধ থাকার কারণে ক্যাম্পাস ছিল অনেকটা শান্ত।

প্রার্থীরা গতকাল ক্যাম্পাসে ভোটারদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ডাকসু নির্বাচনে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সহ-সভাপতি পদ প্রার্থী জনাব শামসুজ্জামান দুদু ও সাধারণ সম্পাদক পদ প্রার্থী জনাব আসাদুজ্জামান রিপনসহ দুদু-রিপন পরিষদের ডাকসু ও বিভিন্ন হলসমূহের প্রার্থীরা ক্যাম্পাসে গতকাল সকাল সাড়ে ১০টা থেকে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। তারা কলা ভবন, প্রশাসনিক ভবন, মধুর কেন্টিন, লাইব্রেরী, টিএসসি চত্বর, মেয়েদের হল গেট, সায়েন্স এনেক্স, কার্জন হল, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটসমূহ এবং বিভিন্ন হলসমূহে গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় এবং দোয়া প্রার্থনা করেন। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে ডাকসু নির্বাচনে সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী জনাব সুলতান মোহাম্মদ মনসুর আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী জনাব মোস্তাক হোসেনও গতকাল ক্যাম্পাসে ভোটারদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। গতকাল গভীর রাত পর্যন্ত উভয় প্যানেলের প্রার্থীরা হলের কক্ষে কক্ষে নির্বাচনী যোগাযোগ অব্যাহত রাখেন। এদিকে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ডাকসুতে একক প্যানেল দিয়ে নির্বাচন করলেও হলসমূহে তাদের ঐক্য প্যানেলের সংকট গতকালও কাটেনি। ডাকসু থেকে বাসদ সমর্থিত ছাত্র লীগ (আ-মু) তাদের প্যানেল প্রত্যাহার করলেও হলসমূহে তারা আলাদা প্যানেলে নির্বাচন করছে।

নির্বাচনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকল কাজ সম্পন্ন করেছেন এবং ছাত্র-ছাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ক্যাম্পাসে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। ২৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবারের নির্বাচনে ভোট দেবেন। ১৯৮২ সালের নির্বাচন থেকে এবারের নির্বাচনে ভোটারের সংখ্যা ৭ হাজারের মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। ডাকসু'র ২০টি পদের জন্য এবার ১৮৪ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এরমধ্যে ডাকসু'র সহ-সভাপতির ১টি পদের জন্য ১৪ জন এবং সাধারণ সম্পাদকের ১টি পদের জন্য ১৫ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। একই সাথে হলসমূহের ১৫৬টি পদের জন্য ৯৫৩ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এর মধ্যে ১৩টি হলে ১৩টি ভিপি ও জিএস পদের জন্য যথাক্রমে ৮৩ ও ৯০ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্র দল, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ও ইসলামী ছাত্র শিবির-ই কেবল ডাকসু ও হলসমূহের সকল পদে প্রার্থী দিতে সমর্থ হয়েছে। হলসমূহের অফিস ও মিলনায়তনসমূহে আজ সকাল ৮টা থেকে দুপুর ২টা পর্যন্ত ভোট গ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই জন্য ২ হাজার শিক্ষক-অফিসার ও কর্মচারীকে ইতিমধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে এবং গতকাল দুপুরের মধ্যেই কর্তৃপক্ষ সকলের নিকট প্রবেশপত্র পাঠিয়েছেন। এই নির্বাচনে সর্বাধিক ১০১ জন প্রার্থী সূর্যসেন হল থেকে এবং স্বল্পসংখ্যক ৪৮ জন প্রার্থী এফ, রহমান হল থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সব চেয়ে কমসংখ্যক ভোটার এফ, রহমান হলে এবং রোকেয়া হল থেকে সর্বাধিকসংখ্যক ভোটার এই নির্বচনে অংশগ্রহণ করবেন।

এবারের ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্যানেলগুলো হচ্ছে বাংলাদেশ জাতীয়তবাদী ছাত্র দলের দুদু-রিপন পরিষদ, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সুলতান-মুশতাক পরিষদ, ইসলামী ছাত্র শিবিরের শামসু-আমিন পরিষদ, ওবায়েদ পন্থী ছাত্র দলের কামাল-বাশার পরিষদ, জাতীয় ছাত্র দল ও ছাত্র বিপ্লবী মঞ্চের মুখলেস-আজম পরিষদ, ছাত্র ফেডারেশনের ফয়জুল-ফারুক পরিষদ, রব-পন্থী ছাত্র লীগের আজম-রেজা পরিষদ, ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের ওবায়েদ-মঈনুল পরিষদ ও বিপ্লবী ছাত্র ইউনিয়নের আবু-কাশেম পরিষদ। এছাড়া স্বতন্ত্রভাবেও কয়েকজন প্রার্থী ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছেন। বকর-মঈন পরিষদ তাদের প্যানেল প্রত্যাহার করে দুদু-রিপন পরিষদের প্রতি সমর্থন দিয়েছে।

ছাত্র দলের দুদু-রিপন পরিষদের পক্ষে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের সভাপতি জনাব মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ খান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব নজরুল ইসলাম এক বিবৃতিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে সফল করার লক্ষ্যে জাতীয়তাবাদী ছাত্র দলের প্যানেল দুদু-রিপন পরিষদে ভোটদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সচেতন ছাত্র সমাজের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়েছেন।

এদিকে ডাকসু নির্বাচন প্রত্যক্ষ করার জন্য দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে লোকজন ঢাকায় এসেছেন। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সার্বিক স্বার্থে ক্যাম্পাসে বহিরাগতের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন।